**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি বিষয়ক কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৪**

**প্রস্তাবনা**

বর্তমান বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যতীত কোন দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই দেশের উন্নয়ন তরান্বিত করতে হলে সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সেই লক্ষ্য অর্জনে “জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা -২০০৯” প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালায় সর্বস্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিত করে রুপকল্প-২০২১ অর্জনে যাতে সক্ষম হয় সেই উদ্দেশ্যে আইসিটি নীতিমালায় একটি কর্ম-পরিকল্পনা সন্নিবেশ করা হয়েছে। আইসিটি নীতিমালার লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও এর বাস্তবায়ন তরান্বিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্ত্বে একটি আইসিটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সকল ক্ষেত্রে/কর্মসূচীতে এ প্রযুক্তিকে সম্পৃক্ত করে আইসিটিতে একটি অগ্রগামী মন্ত্রণালয় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। বিগত ২৬/১০/২০১৫ তারিখে আইসিটি সম্পর্কিত কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা ও করণীয় বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য আইসিটি বিষয়ক একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়। আশা করা যায় আইসিটি বিষয়ক এই কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি মন্ত্রণালয় তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

**বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ প্রবণতা**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। দেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দ্রুত তরান্বিত করতে হলে গতানুগতিক ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে শক্তিশালী এই প্রযুক্তি ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। কিন্তু মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে এই প্রযু্ক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সকল কর্মসূচীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন করে এ মন্ত্রণালয় বর্তমান পশ্চাদপদতা কাটিয়ে আইসিটিতে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে পারে এবং দেশে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মিটিয়ে বৈদেশিক অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করতে পারে।

দেশের অর্থনীতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে জাতীয় জিডিপিতে এই সেক্টরের অবদান …….. । মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়নে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি সেক্টর। নদী নালা, খালবিল ও হাওড়-বাওড় বেষ্টিত এই বাংলাদেশ মৎস্য তথা জলজ জীববৈচিত্রে সমৃদ্ধ। আন্তর্জাতিক আদালতে আইনী লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশ ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিপুল জলসম্পদের মালিকানা অর্জন করেছে। ফলে বিশাল অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলসম্পদ দেশের সমৃদ্ধি অর্জনে এক বিরাট সম্ভাবনা তৈরী করেছে। এখন প্রয়োজন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপদান করা এবং মন্ত্রণালয়ের কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা।

**রুপকল্প (Vision)**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন নিশ্চিৎকরণ

অভিলক্ষ্য (**Mission**)

 **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা; মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের রোগ বালাই প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা; এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত এবং প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।**

**উদ্দেশ্য**

**ক. দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও দ্রুত নাগরিক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণ**

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধিনস্থ সকল দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নাগরিক সেবাসমূহ দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করা।

**খ.** তথ্য জগতে **সার্বজনীন প্রবেশাধিকার**

 ইন্টারনেট/টেলিকম সংযোগের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর সকল প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা জনগণ যাতে সহজেই পেতে পারে সে লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।

**গ. রোগ-বালাই প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ**

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের রোগ-বালাই সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরী এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

**ঘ. সামাজিক সমতা**

 অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ডিজিটাল ডিভাইড দূর করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সকল তথ্য ও সেবা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সমভাবে প্রদান নিশ্চিত করার উদ্দ্যেশে আঞ্চলিক ভাষায় ডিজিটাল বিষয়বস্তু উন্নয়ন ও সকলেই পেতে পারে এমন অনলাইন তথ্য ও সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

**ঙ. উৎপাদনশীলতা**

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

**চ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি**

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে এই খাতে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করা।

**ছ. দুর্ণীতি রোধ ও দক্ষতা বৃদ্ধি**

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দূর্ণীতি রোধ এবং অনলাইন তথ্য ও সেবা প্রদানে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করা।

**জ. ব্যবসা বানিজ্য সম্প্রসারণ**

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বানিজ্যের সম্প্রসারণ তরান্বিত করা।

**ঝ. শিক্ষা ও গবেষণা**

 আইসিটি শিক্ষায় শিক্ষিত জনবল নিয়োগ এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে দক্ষ জনবল তৈরী এবং গবেষণা ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনে উৎসাহিত করা।

**কর্ম-পরিকল্পনা**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ক্রমিক**
 | **করণীয় বিষয়** | **প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী** | **প্রত্যাশিত ফলাফল** | **স্বল্প মেয়াদী** | **মধ্য মেয়াদী** | **দীর্ঘ মেয়াদী** | **মন্তব্য** |
|  | আইসিটি জনবলের পদ সৃজনের ব্যবস্থাকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | আইসিটি স্থাপনা পরিচালনা ও আইসিটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন সুষ্ঠু হবে। |  |  |  |  |
|  | আইসিটি জনবল নিয়োগের ব্যবস্থাকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | আইসিটি স্থাপনা পরিচালনা ও আইসিটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন সুষ্ঠু হবে। |  |  |  |  |
|  | বিসিসিতে স্থাপিত ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ডাটা সেন্টার স্থাপন। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | ডাটা সেন্টার পরিচালনা ব্যয় ও ঝুঁকি দু’টোই কমবে। |  |  |  |  |
|  | ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে পত্র গ্রহণ ও অগ্রগতি অবহিতকরণ ব্যবস্থা চালুকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | অফিস কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আসবে।  |  |  |  |  |
|  | ই-ফাইলিং সিস্টেম চালুকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথি প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং তথ্য সংরক্ষণে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির ব্যবহার এ কাজ সহজতর হবে। |  |  |  |  |
|  | ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা চালুকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ, সহজ, গতিময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী করবে। |  |  |  |  |
|  | পারসোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ এবং হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হবে। দক্ষ কর্মকর্তাদের উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।  |  |  |  |  |
|  | ওয়েবসাইট বাংলা ও ইংরেজী আলাদা ভার্সনে প্রস্তুতকরণ ও নাগরিক সেবার সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং হালনাগাদ সংরক্ষণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | জনগণ যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। এতে ব্যয় ও সময়ের সাশ্রয় হবে। |  |  |  |  |
|  | ইনভেনটরী ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম চালুকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | স্টোর ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনভেনটরি সফটওয়্যার এর মাধ্যমে স্টোর ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনভেনটরি কাজ করা সহজতর হবে। |  |  |  |  |
|  | হেল্প ডেস্ক স্থাপন। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | নাগরিকদের ব্যয় কমবে এবং সময়ের সাশ্রয় হবে। |  |  |  |  |
|  | অফিসের নিরাপত্তায় সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | অফিস স্থাপনাসহ প্রয়োজনীয় সকল স্থাপনায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হলে ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরসহ সকল কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহজ হবে |  |  |  |  |
|  | ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম চালুকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | ট্রেনিং এর সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে এবং একই বিষয়ে ট্রেনিদের ডুপ্লিকেশন রোধ করা সম্ভব হবে। |  |  |  |  |
|  | লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম চালুকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হবে।  |  |  |  |  |
|  | ভেহিকেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম চালুকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | ভেহিকল ব্যবহারে সরকারের নীতিমালা অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। সরকারের ব্যয় হ্রাস পাবে এবং দক্ষতা বাড়বে। |  |  |  |  |
|  | ই-একাউন্টিং ব্যবস্থা চালুকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। আর্থিক ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। |  |  |  |  |
|  | ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থা চালুকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | এপ্লিকেশনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। |  |  |  |  |
|  | নাগরিক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং অবহিতকরণ ব্যবস্থা চালুকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | সেবার মান উন্নয়ন এবং নাগরিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি | ✓ |  |  |  |
|  | সকল প্রণীতব্য নীতিমালা ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও জনগণের মতামত গ্রহণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | নীতিমালা প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। | ✓ |  |  |  |
|  | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মৌলিক বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | আইসিটি’র ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে চাকুরী প্রার্থীরা সচেষ্ট হবে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিয়োজিত হবে। |  |  |  |  |
|  | আইপি ফোন ও ভিডিও কন্ফারেন্সিং চালুকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | সভায় অংশগ্রহনের জন্য ভ্রমণ, ব্যয় ও সময় হ্রাস করবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সভার প্রয়োজন দূর হবে। |  |  |  |  |
|  | সৃজনশীল ই-গভর্নেন্স ও ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আনুতোষিক ও পুরস্কার প্রবর্তন। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | ই-গভর্নেন্স ও ই-সেবা প্রদানে সরকারি পর্যায়ের নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। |  |  |  |  |
|  | প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং অর্থ বরাদ্দে কম্পিউটার ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রচলন। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে দ্রুততা ও দক্ষতা নিশ্চিত হবে। |  |  |  |  |
|  | কর্মক্ষেত্রে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। ফলে অফিসের কাজে গতিশীলতার পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।  |  |  |  |  |
|  | কার্যকর কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরী করে অফিসের সকল শাখা/ ইউনিটকে সংযুক্তকরণ এবং পর্যায়ক্রমে জাতীয় নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করা। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | নিজ দপ্তরসহ জাতীয় পর্যায়ে নেটওয়ার্কের সাথে টেবিলে বসেই তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব হবে। |  |  |  |  |
|  | শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আইসিটি বিষয় অন্তর্ভূক্তকরণ। | মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা | আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন জনবলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। অফিসের কাজে গতিশীলতা আসবে। |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | মৎস্য বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও এর ফলাফল সম্পর্কিত ডাটাবেইজ স্থাপন এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ\*\* মৎস্য বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি | মৎস্য অধিদপ্তর | অঞ্চল ভিত্তিক উপযুক্ত লাগসই প্রযুক্তি চিহ্নিত করা সহজ হবে এবং এ সকল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি তরান্বিত হবে।মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যক্রম এটি। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালক হয়ে থাকে এবং প্রতি মাসে এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়ে থাকে। মৎস্য অধিদপ্তর এ লক্ষে MIS ডাটাবেজ প্রস্তুত করেছে। বর্তমানে DoF ERP তে স্থান্তরের কাজ চলছে। এটা বাস্তবায়িত হলে অফিসের কাজের গতিশীলতা আসবে, প্রতিবেদন তৈরিতে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সময় সাশ্রয় হবে। | ✓ | ✓ |  |  |
|  | মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রযুক্তি, রোগ ও উপকরণ সম্পর্কিত ডাটাবেইজ স্থাপন এবং তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ\*\* মৎস্যচাষ বিষয়ক পরামর্শ (প্রযুক্তি, রোগ, ও উপকরণ সংগ্রহ) | মৎস্য অধিদপ্তর | চাষীদের মৎস্যচাষ বিষয়ে সেবা প্রদান সহজ হবে, উৎপাদন ব্যয় কমবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে Fish Advice System নামে আপলোড করা রয়েছে। এই সফ্টওয়্যারটির মাধ্যমে যেকোন মৎস্য চাষি উপজেলা মৎস্য অফিসে/ইউনিয়ন তথ্য ও যোগযোগ কেন্দ্রে এসে মাছ চাষ বিষয়ে পরামর্শ সহজে পেতে পারেন। এর মাধ্যমে হেল্প ডেক্স পরিচালনা করা যাবে। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে দপ্তরের কর্মচারীগণ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেবা অব্যহৃত রাখতে পারবে এবং চাষিগণ মোবাইলে হেল্প ডেক্সে অবস্থানরত কর্মচারীর সঙ্গে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। ফলে চাষিদের তথ্য সেবা প্রদান সহজতর হবে এবং ভোগান্তি কমবে। | ✓ | ✓ |  |  |
|  | মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে খামারিদের অনলাইনে মৎস্য ও চিংড়ি খামার নিবন্ধন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।\*\* মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে খামারিদের মৎস্য ও চিংড়ি খামার নিবন্ধন। | মৎস্য অধিদপ্তর | মানসম্পন্ন ও রপ্তানীযোগ্য মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।Farm registration নামে একটি ডাটাবেজ তৈরি হচ্ছে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীর সুবিধার্থে BEST প্রকল্প চিংড়ি খামারের ডাটাবেজ প্রস্তুতির কাজ চলমান রেখেছে যা DoF ERP থেকে চলবে। ফলে বিদেশে রপ্তানীযোগ্য মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের Rapid Alart পাওয়া গেলে, কোন খামারের পণ্য তা সনাক্ত করা সম্ভব হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজতর হবে। | ✓ | ✓ |  |  |
|  | মৎস্য ও চিংড়ি চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেইজ স্থাপন। | মৎস্য অধিদপ্তর | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাষিদের প্রশিক্ষণ দ্বৈতা এড়ানোর জন্য ডাটাবেজ তৈরি করা জরুরী। এতে প্রশিক্ষণ ব্যয়ের অপচয় রোধ হবে। চাষিগণকে তার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা সহজতর হবে।মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীর লক্ষে উৎদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যতম কার্যক্রম। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাষিদের প্রশিক্ষণ দ্বৈতা এড়ানোর জন্য ডাটাবেজ তৈরি করা জরুরী। এতে প্রশিক্ষণ ব্যয়ের অপচয় রোধ হবে। চাষিগণকে তার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা সহজতর হবে। | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | পুন: খননের মাধ্যমে মাছের আবাসস্থলের উন্নয়ন সম্পর্কিত ডাটাবেইজ স্থাপন।পুণ: খননের মাধ্যমে মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ | মৎস্য অধিদপ্তর | পুন: খননকৃত স্থান চিহ্নিত করা ও সংরক্ষণ করা সহজ হবে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। স্থানীয় জনগণের দারিদ্র নিরসন করা সম্ভব হবে।বাংলাদেশের জলাভূমিগুলি ভরাট হয়ে মাছ চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। ফলে মাছের আবাস্থল সংকোচনসহ মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুণ: খনন কার্যক্রম পরিচালিত করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যহৃত রাখছে। পুণ:খনের প্রভাব নিরুপন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এ বিষয়ে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা আবশ্যক। | ✓ | ✓ |  |  |
|  | \*\* লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও পরিবেশ সহনশীল মৎস্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ???লাগসই প্রযুক্তি বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। | মৎস্য অধিদপ্তর | চাষ পদ্ধতি প্রতি নিয়তই পরিবর্র্তন হচ্ছে এবং লাগসই ও পরিবেশ সহশীল প্রযুক্তি উদ্ভাবন হচ্ছে, এর সম্প্রসারণের জন্য ২নং ক্রমিকের কার্যক্রমে অন্তভুক্ত করলে চাষিদের তথ্য সেবারমান আরো বৃদ্ধি হবে। | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও আদায়করণ সংক্রান্ত ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণদারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও আদায়করণ  | মৎস্য অধিদপ্তর | ঋণ প্রদান ও আদায়ের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে এবং মৎস্য উৎপাদনে চাষীরা উদ্বুদ্ধ হবে।মৎস্যচাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে মাছ চাষে সম্পৃক্তকরণের লক্ষে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান অব্যহৃত রয়েছে। তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেজ প্রণয়ন করলে ঋণ প্রদান, আদায় ও অগ্রগতি এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে অত্যন্ত সহজতর হবে।  | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | পোনা মাছ অবমুক্তকরণে অর্থ বরাদ্দ, জলাশয় নির্বাচন, পোনা ক্রয় ও অবমুক্তি বিষয়ে কম্পিউটার ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রচলন। পোনা মাছ অবমুক্তকরণ | মৎস্য অধিদপ্তর | অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আসবে। পোনার প্রকার ও পোনা অবমুক্তকরণের হিসাব অঞ্চল ভিত্তিতে নিরুপণ করা সম্ভব হবে এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজতর হবে।জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে জলমহালের মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এ সমস্যা দূরীকরণে মৎস্য অধিদপ্তর রাজস্ব খাত হতে ও প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ কার্যক্রম পরিচালিত করছে। পোনা মাছ অবমুক্তির হিসাব সংরক্ষণ, পোনা অবমুক্তির প্রভাব নিরুপণ এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষে ডাটাবেজ প্রণয়ন করা আবশ্যক। এতে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আসবে। | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | অনলাইনে মৎস্য খাদ্যের উৎপাদন, উপকরণ সংগ্রহ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।মৎস্য খাদ্যের উৎপাদন, উপকরণ সংগ্রহ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রদান | মৎস্য অধিদপ্তর | কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ মৎস্য খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে। নাগরিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সকল সেবার আবেদন এবং সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়নে অনলাইনে মৎস্য হ্যাচারির লাইসেন্স, মৎস্যখাদ্য বিক্রয়, তৈরি, আমদানি, রপ্তানীর লাইসেন্স, অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এতে সুফলভোগীদের অফিসে আসা কমবে, সময় ও অর্থ অপচয় রোধ হবে এবং ভোগাক্তি কমবে। | ✓ | ✓ |  |  |
|  | অনলাইনে মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন,লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।\*\* মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন | মৎস্য অধিদপ্তর | কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও গুনগত মানসম্পন্ন মাছের পোনা সরবরাহ সহজতর হবে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। গুণগতমানসম্পন্ন মাছের পোনা উৎপাদনের লক্ষে মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ ও মৎস্য হ্যচারি বিধিমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন করার বিষয়টি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আবেদন গ্রহণ এবং লাইসেন্স প্রদানে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়নে অনলাইনে মৎস্য হ্যাচারির লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করলে খামারীদের ভোগান্তি দূর হবে এবং সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আসবে। |  | ✓ |  |  |
|  | অনলাইনে বরফকল নিবন্ধন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।বরফকল নিবন্ধন | মৎস্য অধিদপ্তর | বিদেশে রপ্তানীযোগ্য মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের Rapid Alart বরফ কলের মাধ্যমে দেখা দিতে পারে। এ লক্ষে বরফ কলের ডাটাবেজ তৈরি করলে এর Traceability নির্ণয় করা সম্ভব হবে এবং Rapid Alart এর উৎস সনাক্ত করা সহজতর হবে।  |  | ✓ |  |  |
|  | অনলাইনে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের স্বাস্থ্য সনদ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের স্বাস্থ্য সনদ প্রদান | মৎস্য অধিদপ্তর | রপ্তানীকারকদের ব্যয় ও সময়ের অপচয় হ্রাস এবং ভোগান্তি দূর হবে। স্বাস্থ্য সনদ প্রদানের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আসবে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীতে মৎস্য অধিদপ্তরের এফআইকিউসি দপ্তরের স্বাস্থ্য সনদ প্রদান আবশ্যক। নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়নে অনলাইনে স্বাস্থ্য সনদ প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করলে রপ্তানীকারকদের ভোগান্তি দূর হবে এবং সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আসবে। |  | ✓ | ✓ |  |
|  | অনলাইনে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য আমদানির জন্য অনাপত্তি সনদ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।বিভিন্ন মৎস্য পণ্য আমদানির অনাপত্তি সনদ প্রদান | মৎস্য অধিদপ্তর | আমদানীকারকদের ব্যয় ও সময়ের অপচয় হ্রাস এবং ভোগান্তি দূর হবে। অনাপত্তি প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য আমদানীতে মৎস্য অধিদপ্তরের (সম্প্রসারণ শাখা) হতে অনাপত্তি সনদ গ্রহণ আবশ্যক। নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়নে অনলাইনে অনাপত্তি সনদ প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করলে আমদানীকারকদের ভোগান্তি দূর হবে এবং সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আসবে। |  | ✓ | ✓ |  |
|  | জৈবিক জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ।জৈবিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা  | মৎস্য অধিদপ্তর | জাল যার জলা তার – এ নীতির ভিত্তিতে জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও তদারকি সহজ হবে। জেলেদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে। মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পাবে।সরকার জাল যার জল তার এ নীতির ভিত্তিতে জলমহাল ব্যবস্থাপনার করে আসছে। জলমহালের প্রকৃত জেলেদের অধিকার নিশ্চিত করতে পারলে জলমহালের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কারণ যে প্রকৃত জেলে সে ছোট মাছ ধরবে না। মাছ আকারে বড় হলেই জেলেরাই মাছ আহরণ করবে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে জলমহালে মধ্যস্বত্বভোগীদের অনুপ্রবেশ। তাই এ ক্ষেত্রে একটি ডাটাবেজ তৈরি হলে ঊধ্বর্তন কর্তৃপক্ষে ব্যবস্থাপনায় তদারকি সহজ হবে এবং সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও সফল হবে। |  | ✓ | ✓ |  |
|  | কাঁকড়া/কুচিয়ার চাষ ব্যবস্থাপনা ???এটা মৎস্য ও চিংড়ী চাষ প্রশিক্ষণের আওতায় যেতে পারে | মৎস্য অধিদপ্তর | মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্যজাতপণ্য রপ্তানীর লক্ষে উৎদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যতম কার্যক্রম। এ ক্ষেত্রে কাঁকড়া/কুচিয়ার চাষ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের নতুন আইটেম হতে পারে। চাষিদের প্রশিক্ষণ দ্বৈতা এড়ানোর জন্য ডাটাবেজ তৈরি করা জরুরী। এতে প্রশিক্ষণ ব্যয়ের অপচয় রোধ হবে। চাষিগণকে তার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা সহজতর হবে। |  | ✓ | ✓ |  |
|  | ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনার (লালন পালন, বিতরণ) ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ।\*\* ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনা ??? | মৎস্য অধিদপ্তর | খামারীদের ব্যয় ও সময়ের অপচয় হ্রাস এবং ভোগান্তি দূর হবে। ব্রুড মাছ বিতরণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আসবে। গুনগত মানসম্পন্ন মাছের পোনা উৎপাদন তরান্বিত হবে।গুণগতমানসম্পন্ন মাছের পোনা উৎপাদনের লক্ষে মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ ও মৎস্য হ্যচারি বিধিমালা ২০১১ প্রণয়ন করেছে। এতে মৎস্য হ্যাচারিতে ব্রুড মাছ লালন-পালনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ডায়াগ্রাম রয়েছে। যা অনুসরণ পূর্বক হ্যাচারি মালিদের মধ্যে বিতরণের বাধ্য বাধকতা রয়েছে। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ব্রুড প্রাপ্তির আবেদন এবং বিতরণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে, খামারীদের ভোগান্তি দূর হবে এবং সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আসবে। | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | বিল নার্সারী স্থাপন ??? | মৎস্য অধিদপ্তর | জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে জলমহালের মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এ সমস্যা দূরীকরণে মৎস্য অধিদপ্তর রাজস্ব খাত হতে ও প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বড় বড় জলাশয়ে মৎস্য অধিদপ্তর শুষ্ক মৌসুমে বিল নার্সারী স্থাপন কার্যক্রম পরিচালিত করছে। পোনা মাছ বড় হলে এবং বর্ষা আসলে পোনামাছ বিলে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। বিল নার্সারী প্রভাব নিরুপণ এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ডাটাবেজ প্রণয়ন করা আবশ্যক। এতে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আসবে। | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | বিলুপ্ত প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রচলন। অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ | মৎস্য অধিদপ্তর | মাছের অভয়াশ্রমের তদারকি ও এর প্রভাব নিরুপণ করা সহজ হবে। বিলুপ্ত প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা আসবে।বাংলাদেশের জলাভূমিগুলি ভরাট হয়ে মাছের আবাসস্থলের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। ফলে মাছের আবাস্থল সংকোচনসহ মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাছের অভয়াশ্রম কার্যক্রম পরিচালিত করে মাছের বিলুপ্ত প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। অভয়াশ্রমের প্রভাব নিরুপন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এ বিষয়ে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা আবশ্যক। এতে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আসবে। | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | মা ইলিশ/জাটকা রক্ষার কার্যক্রমে ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। | মৎস্য অধিদপ্তর | সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরিচালিত কার্যক্রমের প্রভাব নিরুপণ ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হবে।বাংলাদেশের জলাভূমিগুলি ভরাট হয়ে মাছ চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। ফলে মাছের আবাস্থল সংকোচনসহ মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে ইলিশের উৎপাদন। মৎস্য অধিদপ্তর প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মা ইলিশ/ জাটকা রক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করে ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমের প্রভাব নিরুপন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এ বিষয়ে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা আবশ্যক। এতে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আসবে। | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | জেলেদের আয় বর্ধক কর্মসূচীতে সহায়তা প্রদান | মৎস্য অধিদপ্তর | মৎস্য অধিদপ্তরের জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান. জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে জেলেদের আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচীতে সহায়তা প্রদান করে আসচ্ছে। আর্থিক সহায়তার দ্বৈতা কমানো ও সহায়তা প্রাপ্তিতে জেলেদের ভোগান্তি কমানের লক্ষে একটি ডাটাবেজ প্রনয়ন আবশ্যক। এতে জেলেদের সহায়তা প্রাপ্তিতে ভোগান্তি দূর হবে। | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, আমদানী, রপ্তানী ও বিপনণের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।\*\* মৎস্য খাদ্য আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়ন | মৎস্য অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ মৎস্য খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।গুণগতমানসম্পন্ন মাছের খাদ্য উৎপাদন, আমদানী, রপ্তানী ও বিপননের লক্ষে মৎস্য খাদ্য আইন ২০১০ ও মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১১ প্রণয়ন করেছে। এতে মৎস্য খাদ্যের ব্যবসা করার ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহণ করার বিষয়টি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আবেদন গ্রহণ এবং লাইসেন্স প্রদানে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়নে অনলাইনে মৎস্য খাদ্য লাইসেন্স প্রবর্তন করলে খাদ্য ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি দূর হবে এবং সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আসবে। | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | \*\* মৎস্য ও মৎস্য পণ্য আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়ন???স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ আরো একবার লেখা হয়েছে | মৎস্য অধিদপ্তর | আপত্তি বিহীন মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন, রপ্তানী ও বিপননের লক্ষে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৩ ও মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৯৭ প্রণয়ন করেছে। এতে পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে মৎস্য পণ্যের স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ করার বিষয়টি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়াও আইন ও বিধিমালার বিষয়ে অবগত হওয়াও জরুরী। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আবেদন এবং সনদ গ্রহণের নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়নে স্বাস্থ সনদ গ্রহণ প্রবর্তন করলে ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি দূর হবে এবং সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আসবে। | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | \*\* মৎস্য সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী হাট-বাজার ও জলমহালে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ। | মৎস্য অধিদপ্তর | মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান নিয়মিত পরিচালনা নিশ্চিত করবে। বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ তরান্বিত হবে এবং অফিসের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।মৎস্য অধিদপ্তর মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ বাস্তবায়নসহ হাট-বাজার ও জলমহালে অভিযান পরিচালনা করে আসছে। এটা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রম। যা উপজেলার মাসিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়। এ পদ্ধতিটি অনলাইন করার লক্ষে মৎস্য অধিদপ্তর MIS System চালু করেছে এবং তথ্য প্রদান অব্যহত রয়েছে। এতে অফিসের প্রতিবেদন প্রদান নির্ভুল হবে এবং দ্রুততম সময়ে নির্ভূল প্রতিবেদন উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান সম্ভব হবে। | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | Good aquaculture practise এর মাধ্যমে নিরাপদ মাছ উৎপাদন???এটা প্রশিক্ষণে যেতে পারে | মৎস্য অধিদপ্তর | বর্তমান সময়ে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যক্রম এটি।এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।EU এর চাহিদাও অনুরূপ। এবিষয়ে একটি ডাটাবেজ প্রনয়ন করা জরুরী। DoF ERP তে এ ডাটাবেজ পরিচালিত হতে পারে। এটা বাস্তবায়িত হলে অফিসের কাজের গতিশীলতা আসবে, প্রতিবেদন তৈরিতে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সময় সাশ্রয় হবে। | ✓ | ✓ |  |  |
|  | \*\* অনলাইনে জেলেদের রেজিস্ট্রেশন ও আইডি কার্ড বিতরণের ব্যবস্থাকরণ। | মৎস্য অধিদপ্তর | জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। আপদকালীন সময়ে জেলেদের সরকারী সহায়তা প্রদান সহজ হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এটা অঙ্গিকার ছিল। ইতোমধ্যে প্রকল্প হতে ডাটাবেজ তৈরি হয়েছে। সম্পূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। আপদকালীন সময়ে জেলেদের সরকারী সহায়তা প্রদান সহজ হবে।  | ✓ | ✓ |  |  |
|  | অনলাইনে উপকূলীয় ও সমুদ্রগামী মাছ ধরা নৌযান রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ। | মৎস্য অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মাছ ধরা নৌযানসমূহ মনিটরিং করা এবং দায়িত্বশীল ফিসিং স্কিম প্রণয়ন সহজ হবে। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আবেদন এবং লাইসেন্স গ্রহণের নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়নে অনলাইনে নৌযানের মাছ ধরার লাইসেন্স প্রবর্তন করলে জেলেদের ভোগান্তি দূর হবে এবং সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আসবে। |  |  | ✓ |  |
|  | এলাকা ভিত্তিক মাছের বাজার মূল্য সম্পর্কিত ডাটাবেইজ প্রণয়ন ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং তা ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ। | মৎস্য অধিদপ্তর | মৎস্যচাষীরা প্রতিদিন বিভিন্ন অঞ্চলের মাছের বাজার মূল্য জানতে পারবে। মাছ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে এবং মাছের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে Fish Advice System নামে একটি আলাদা সাইট সংযুক্ত রয়েছে। এই সাইটটির মাধ্যমে চাষিগণ মাছের রোগ ও চাষ পদ্ধতির তথ্য সেবা গ্রহণ করে থাকে। এ সাইটটিতে মাছের বাজারমূল্য ও মাছচাষের উপকরণ সংগ্রহ এবং এর মূল্য তালিকা সংযোজন করা যেতে পারে। এর ফলে চাষিদের তথ্য সেবা প্রদান সহজতর হবে এবং তথ্য প্রাপ্তির ভোগান্তি কমবে। |  | ✓ |  |  |
|  | মৎস্যচাষের উপকরণ ও মূল্য নির্ধারণ | মৎস্য অধিদপ্তর |  |  |  | ✓ |  |
|  | মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের অনলাইন সনদ প্রদান???স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ আরো একবার লেখা হয়েছে | মৎস্য অধিদপ্তর | আপত্তি বিহীন মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন, রপ্তানী ও বিপননের লক্ষে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৩ ও মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৯৭ প্রণয়ন করেছে। এতে মৎস্য পণ্যের স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ করার বিষয়টি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আবেদন এবং সনদ গ্রহণের নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়নে স্বাস্থ্য সনদ প্রদান প্রবর্তন করলে ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি দূর হবে এবং সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আসবে। |  |  | ✓ |  |
|  | পানির গুণাগূন পরীক্ষার জন্য ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ এবং ফলাফল অনলাইনে চাষিদের প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।পানির গুণাগূন পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে চাষিদের প্রদানের ব্যবস্থাকরণ | মৎস্য অধিদপ্তর | কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ে চাষীরা পানি পরীক্ষার ফলাফল অফিস ভ্রমণ না করেই জানতে পারবে। মৎস্য চাষে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আসবে।পরীক্ষার ফলাফল চাষিদেরকে অনলাইনে প্রেরণের আওতায় আনলে চাষিদের অফিসে হার কমবে, ফলে ব্যয় হ্রাস পাবে এবং ভোগান্তিও দূর হবে।মৎস্যচাষের অন্যতম প্রধান কাজ পানির গুণাগুণ পরীক্ষাকরণ। পানির গুণাগুণ পরীক্ষার অনেক গুলি প্যারামিটার রয়েছে। উপজেলা মৎস্য অফিস এতদিন বিনামূল্যে এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমের পানি পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে আসছে। কিছু পরীক্ষা ল্যাবরেটরীতে প্রেরণের প্রয়োজন হতো। এ সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল চাষিদেরকে অনলাইনে প্রেরণের আওতায় আনলে চাষিদের অফিসে হার কমবে, ফলে ব্যয় হ্রাস পাবে এবং ভোগান্তিও দূর হবে। |  | ✓ |  |  |
|  | \*\* e-Traceability???এটি অন্যখানে আরো একবার লেখা হয়েছে। | মৎস্য অধিদপ্তর | মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীর সুবিধার্থে BEST প্রকল্প চিংড়ি খামারের ডাটাবেজ প্রস্তুতির কাজ চলমান রেখেছে যা DoF ERP থেকে চলবে। ফলে বিদেশে রপ্তানীযোগ্য মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের Rapid Alart দেখা দিলে তা কোন খামারের পণ্য সেটা সনাক্ত করা সম্ভব হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এ প্রক্রিয়াটি যদি e-Traceability আওতায় আনা যায় তবে মৎস্য রপ্তানী বাণিজ্যে EU এর চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ সক্ষমতা অর্জন করবে। | ✓ | ✓ |  |  |
|  | Vessel Tracking and Monitoring System চালুকরণ। | মৎস্য অধিদপ্তর | ???VTMS সমুদ্রগামী নৌযানকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করেছে। এর মাধ্যমে সমুদ্রগামী মাছ ধরার জাহাজ সমুদ্রে জাহাজকে নিয়ন্ত্রণ এবং কোন সমস্যায় পড়লে তাকে উদ্ধার করা সহজ হবে। এর সাথে GIS পদ্ধতি সংযুক্ত করলে বিদেশী নৌযান অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভব হবে। | ✓ | ✓ | ✓ |  |
|  | উপকূলীয় অঞ্চলে জেলেদের জানমাল রক্ষার্থে আগাম সর্তক বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থাকরণ | মৎস্য অধিদপ্তর | জরুরী প্রয়োজনে সমুদ্রে মাছ ধরারত জেলেদের নিকট আগাম সতর্ক বার্তা প্রেরণ সম্ভব হবে। এতে জেলেদের জানমাল রক্ষা করা সহজ হবে।সমুদ্রগামী নৌযান ও জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে আবহাওয়ার আগাম বার্তা প্রেরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জান ও মাল রক্ষা সহজতর হবে। |  |  | ✓ |  |
|  | মৎস্য খাদ্যের মান পরীক্ষার সনদ অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থাকরণ। | মৎস্য অধিদপ্তর | মৎস্যখাদ্যের মান পরীক্ষার সনদ গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। খাদ্য ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি দূর হবে এবং সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আসবে।গুণগতমানসম্পন্ন মাছের খাদ্য উৎপাদন, আমদানী, রপ্তানী ও বিপননের লক্ষে মৎস্য খাদ্য আইন ২০১০ ও মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১১ প্রণয়ন করেছে। এতে মৎস্য খাদ্যের ব্যবসা করার ক্ষেত্রে মৎস্য খাদ্যের মান পরীক্ষার বিষয়টি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে মৎস্যখাদ্যের মান নির্ণয় বিষয়ে সনদ গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়নে অনলাইনে মৎস্য খাদ্যেরমান পরীক্ষার সনদ বিতরণ প্রবর্তন করলে খাদ্য ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি দূর হবে এবং সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আসবে। |  | ✓ | ✓ |  |
|  | Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে কার্যকর ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন।IUU মৎস্য আহরণ রোধে কাযকর ব্যবস্থা গ্রহণ | মৎস্য অধিদপ্তর | IUU মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ llegal মাছধরা নিয়ন্ত্রণ করে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। এ লক্ষে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প VTMS সিস্টেম চালু করেছে। ভবিষ্যতে GIS পদ্ধতি ব্যবহার করলে llegal মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণ সহজতর হবে। |  |  | ✓ |  |
|  | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ।অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যাদি। | মৎস্য অধিদপ্তর | অডিট আপত্তিসমূহ দেখভাল করা সহজ হবে। ফলে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভোগান্তি দূর হবে।মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন অফিস থেকে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ অবসরে যান। তাদের বিভিন্ন অফিসে কর্মকালীন সময়ের অডিট আপত্তির কারণে পেনশন পেতে বিলম্বিত হয়। অডিট আপত্তি সংক্রান্ত একটি ডাটাবেজ তৈরি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষ উভয়ের নজরে বিষয়টি আসবে ফলে সিদ্ধান্ত  |  | ✓ | ✓ |  |
|  | ব্লু-ইকোনোমি অর্জনে সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনার অটোমেশনসমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্লু-ইকোনোমি অর্জনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন | মৎস্য অধিদপ্তর | সমুদ্রে মৎস্য সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও দায়িত্বশীল আহরণ, বিদেশী মাছ ধরা জাহাজের অনুপ্রবেশ রোধ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আসবে। ব্লু-ইকোনোমি অর্জন সহজ হবে।উপকূলীয় অঞ্চল ও সমুদ্র উন্নয়নশীল দেশের জন্য Blue Economy হিসেবে বিবেচনা করা হয় Blue Economy হলো টেকসই, পরিচ্ছন্ন, ন্যায়সঙ্গত একটি সুযোগ, যা ঐতিহ্যগত এবং উঠতি আয়ের প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক। বাংলাদেশ সমুদ্র বিজয়ের মাধ্য ১লক্ষ ১৮ হাজার বর্গ কি. মিটার এলাকার একচ্ছত্র অধিকার অর্জন করেছে। সমুদ্রের সম্পদের তালিকা, আহরণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য নেই। এ লক্ষে একটি ডাটাবেজ প্রণয়ন করলে ব্লু-ইকোনোমির মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধি আনায়ন সহজতর হবে। |  | ✓ | ✓ |  |
|  | রপ্তানীযোগ্য মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের কনসাইমেন্ট পরিদর্শন ও রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ।রপ্তানীযোগ্য মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের কনসাইমেন্ট পরিদর্শন  | মৎস্য অধিদপ্তর | রপ্তানীযোগ্য মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। রপ্তানী কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।মৎস্য অধিদপ্তরের রপ্তানীযোগ্য মৎস্য ও মৎস্য পণ্যেরমান নিয়ন্ত্রণের লক্ষে নিয়মিত কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন করা হয়ে থাকে। এ বিষয়টি ইলেকট্রনিক রূপ দিতে পারলে ব্যবস্থাপনা সহজতর হবে এবং কাজের গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।  |  | ✓ | ✓ |  |
|  | রপ্তানীযোগ্য মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের এনআরসিপি পরীক্ষাকরণে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ। \*\* রপ্তানীযোগ্য মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের এনআরসিপি পরীক্ষাকরণ | মৎস্য অধিদপ্তর | রপ্তানীকারকদের ব্যয় ও সময়ের অপচয় হ্রাস এবং ভোগান্তি দূর হবে। এনআরসিপি পরীক্ষাকরণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আসবে। পণ্যে কোন র‌্যাপিড এলার্ট থাকলে সহজেই জানা যাবে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।মৎস্য অধিদপ্তরের রপ্তানীযোগ্য মৎস্য ও মৎস্য পণ্যেরমান নিয়ন্ত্রণের লক্ষে নিয়মিত মৎস্য পণ্যের NRCP নমুনা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। মৎস্য অধিদপ্তরের BEST প্রকল্প ইতোমধ্যে NRCP ডাটাবেজ তৈরি করেছে। ফলে আমদানীকারকগণ অতি সহজেই বাংলাদেশী পণ্যের কোন Rapid Alart আছে কিনা তা জানতে পারবে। |  | ✓ | ✓ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | মোবাইল এস এম এস এর মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাণিসম্পদের চিকিৎসা সেবা প্রদানমোবাইল এস এম এস এর মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা প্রদান কার্যক্রম – প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জন্য একটি টোল ফ্রি শর্ট কোড ১৬৩৫৮ নেওয়া হয়েছে। মোবাইল এস এম এস এর মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা প্রদান ।  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | জনগণ ঘরে বসেই প্রাণিসম্পদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা পাবে। এতে সময় ও ব্যয় দু’টোই সাশ্রয় হবে এবং প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন তরান্বিত হবে।দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অসুস্থ হাঁস-মুরগি, ছাগল-ভেড়া গরু-মহিষ উপজেলা সদরে আনা সম্ভব হয় না সেসব অঞ্চলের হাঁস - মুরগি ছাগল - ভেড়া গরু - মহিষ পালনকারী এবং খামারীগন ১৬৩৫৮ নম্বরে তাদের সমস্যার কথা এস এম এস করলে ঘরে বসেই সমাধান পাবে। এতে ১০ কোটি লোক সরাসরি বিনামূল্যে ঘরে বসে সেবা পাচ্ছে এবং ১৬ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে।  | এ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।  | তথ্য ভান্ডার ও সেবারমান বৃদ্ধি করা হবে। প্রচার কাজ জোরদার করা হবে।  | তথ্য ভান্ডার ও সেবারমান বৃদ্ধি করা হবে। প্রচার কাজ জোরদার করা হবে। কল সেন্টার চালু করা হবে।  |  |
|  | অনলাইনে লেয়ার ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ। | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ডাটাবেজ তৈরি হবে, মনিটরিং সহজ হবে, ফলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং দেশের ১৬ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | অনলাইনে ব্রয়লার ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ডাটাবেজ তৈরি হবে, মনিটরিং সহজ হবে, ফলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং দেশের ১৬ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। জনগণের ভোগাক্তি কমবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | অনলাইনে ব্রিডার ফার্ম রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ডাটাবেজ তৈরি হবে, মনিটরিং সহজ হবে, ফলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং দেশের ১৬ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। সুফলভোগীদের অফিসে এসে সময় ও অর্থ অপচয় করতে হবে না, ফলে ভোগাক্তি কমবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | অনলাইনে ডাক ফার্ম রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ডাটাবেজ তৈরি হবে, মনিটরিং সহজ হবে, ফলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং ভোগাক্তি কমবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | অনলাইনে গ্র্যান্ট প্যারেন্টস্টক ফার্ম রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ডাটাবেজ তৈরি হবে, মনিটরিং সহজ হবে, ফলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং জনগণের ভোগাক্তি কমবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | অনলাইনে ডেইরি ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং দেশের ১৬ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। সুফলভোগীদের অফিসে এসে সময় অপচয় করতে হবে না, ফলে ভোগাক্তি কমবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | অনলাইনে ছাগল ও ভেড়ার ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ। | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ডাটাবেজ তৈরি হবে, মনিটরিং সহজ হবে, ফলে ভোগাক্তি কমবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | অনলাইনে বীফ ফ্যাটেনিং ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ। | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ডাটাবেজ তৈরি হবে, মনিটরিং সহজ হবে, ফলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং দেশের ১৬ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। সুফলভোগীদের অফিসে এসে সময় ও অর্থ অপচয় করতে হবে না, ফলে ভোগাক্তি কমবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | অনলাইনে এনিম্যাল ফিড মিল রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।অনলাইনে এনিম্যাল ফিড মিল রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান,, লাইসেন্স নবায়ন।  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ এনিম্যাল ফিড সরবরাহ সহজতর হবে।অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ডাটাবেজ তৈরি হবে, মনিটরিং সহজ হবে, ফলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং দেশের ১৬ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। সুফলভোগীদের অফিসে এসে সময় ও অর্থ অপচয় করতে হবে না, ফলে ভোগাক্তি কমবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | অনলাইনে এনিম্যাল ভিটামিন ও প্রিমিক্স মেন্যুফেকচারার রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণঅনলাইনে এনিম্যাল ভিটামিন ও প্রিমিক্স মেন্যুফেকচারার রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন।  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ডাটাবেজ তৈরি হবে, মনিটরিং সহজ হবে, ফলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং দেশের ১৬ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। সুফলভোগীদের অফিসে এসে সময় ও অর্থ অপচয় করতে হবে না, ফলে ভোগাক্তি কমবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | অনলাইনে ভিটামিন ও প্রিমিক্স ইমপোর্টার / এক্সপোর্টার রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।অনলাইনে ভিটামিন ও প্রিমিক্স ইমপোর্টার / এক্সপোর্টার রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন।  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ডাটাবেজ তৈরি হবে, মনিটরিং সহজ হবে, ফলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং দেশের ১৬ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। সুফলভোগীদের অফিসে এসে সময় ও অর্থ অপচয় করতে হবে না, ফলে ভোগাক্তি কমবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | অনলাইনে ফিড এডিটিভস এন্ড নিউট্রিশনাল প্রডাক্টস মেন্যুফেকচারার রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।অনলাইনে ফিড এডিটিভস এন্ড নিউট্রিশনাল প্রডাক্টস মেন্যুফেকচারার রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন।  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ডাটাবেজ তৈরি হবে, মনিটরিং সহজ হবে, ও ভোগাক্তি কমবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | অনলাইনে ফিড এডিটিভস এন্ড নিউট্রিশনাল প্রডাক্টস ইমপোর্টার / এক্সপোর্টার রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।অনলাইনে ফিড এডিটিভস এন্ড নিউট্রিশনাল প্রডাক্টস ইমপোর্টার / এক্সপোর্টার লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন।  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ডাটাবেজ তৈরি হবে, মনিটরিং সহজ হবে, ফলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং দেশের ১৬ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। সুফলভোগীদের অফিসে এসে সময় ও অর্থ অপচয় করতে হবে না, ফলে ভোগাক্তি কমবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | অনলাইনে এনিম্যাল মেডিসিন প্রডিউসার/ ইমপোর্টার/ এক্সপোর্টার রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।অনলাইনে এনিম্যাল মেডিসিন প্রডিউসার / ইমপোর্টার / এক্সপোর্টার রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন।  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ডাটাবেজ তৈরি হবে, মনিটরিং সহজ হবে, ফলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং দেশের ১৬ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। সুফলভোগীদের অফিসে এসে সময় ও অর্থ অপচয় করতে হবে না, ফলে ভোগাক্তি কমবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | অনলাইনে এনিম্যাল ফিড/ মেডিসিন ডিসট্রিবিউটর রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।অনলাইনে এনিম্যাল ফিড / মেডিসিন ডিসট্রিবিউটর রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন।  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ডাটাবেজ তৈরি হবে, মনিটরিং সহজ হবে, ফলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং ভোগাক্তি কমবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | অনলাইনে এনিম্যাল ফিড/ মেডিসিন রিটেইলার রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থাকরণ।অনলাইনে এনিম্যাল ফিড / মেডিসিন রিটেইলার রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন।  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কম ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। মনিটরিং করা সহজ হবে ও নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য সরবরাহ সহজতর হবে।অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ডাটাবেজ তৈরি হবে, মনিটরিং সহজ হবে, ফলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং দেশের ১৬ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। সুফলভোগীদের অফিসে এসে সময় ও অর্থ অপচয় করতে হবে না, ফলে ভোগাক্তি কমবে।  | অনলাইনে ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  | অনলাইনে নতুন নতুন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।  |  |
|  | ই-প্রাণিসম্পদ ব্যবম্হা চালু করণ???ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হতে পারে | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  | যে কোনো খামার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকল মান্যুয়াল ই-প্রাণিসম্পদ থেকে জনসাধারণ সহজে সংগ্রহ করতে পারবে | উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এ বিষয়টি গ্রাম পর্যায়ে বহুল প্রচারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে। যাতে ই-প্রাণিসম্পদ ব্যবহার করে যে কোন নাগরিক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল সেবা অনলাইনে পেতে পারেন। | তথ্য ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ করা হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন করা হবে। | তথ্য ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ করা হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন করা হবে। |  |
|  | প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষন ????পিআইএমএস থাকায় দরকার আছে বলে মনে হয়না। | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  | প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষন করার জন্য ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। ডাটাবেজ থেকে প্রশিক্ষিত জনবলের তথ্য সকলে সংগ্রহ করতে পারবে।  | প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষন করার জন্য ডাটাবেজ তৈরি করা হবে।  | তথ্য ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ করা হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন করা হবে। | তথ্য ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ করা হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন করা হবে। |  |
|  | কৃত্রিম প্রজনন সংক্রান্ত ডাটাবেইজ তৈরী ও হালনাগাদ সংরক্ষন  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  | ডাটাবেজ থেকে উন্নত জাতের বাছুরের বংশগত তথ্য সকলে সহজেই সংগ্রহ করতে পারবে।কৃত্রিম প্রজনন সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষন করার জন্য ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। ডাটাবেজ থেকে উন্নত জাতের বাছুরের বংশগত তথ্য সকলে সংগ্রহ করতে পারবে।  | কৃত্রিম প্রজনন সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষন করার জন্য ডাটাবেজ তৈরি করা হবে।  | তথ্য ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ করা হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন করা হবে। | তথ্য ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ করা হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন করা হবে। |  |
|  | ভেকসিনেশন সংক্রান্ত ডাটাবেইজ তৈরী ও তথ্য হালনাগাদ সংরক্ষন  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  | ভেকসিনেশন সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষন করার জন্য ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। ডাটাবেজ থেকে ভেকসিনেশন সংক্রান্ত তথ্য সকলে সংগ্রহ করতে পারবে। ?? | ভেকসিনেশন সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষন করার জন্য ডাটাবেজ তৈরি করা হবে।  | তথ্য ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ করা হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন করা হবে। | তথ্য ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ করা হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন করা হবে। |  |
|  | পশু চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষন ??? | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  | পশু চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষন করার জন্য ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। ডাটাবেজ থেকে পশু চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য সকলে সংগ্রহ করতে পারবে।  | পশু চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষন করার জন্য ডাটাবেজ তৈরি করা হবে।  | তথ্য ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ করা হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন করা হবে। | তথ্য ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ করা হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন করা হবে। |  |
|  | প্রাণিসম্পদের রোগ বালাই ও চিকিৎসা সেবা সম্পর্কিত ডাটাবেইজ তৈরী ও হালনাগাদ সংরক্ষণপ্রাণিসম্পদ, হাঁস, মুরগী এবং মৎস্য সম্পদের দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার সুবিধার্থে তথ্য ভান্ডার উন্নয়ন | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  | কম ব্যয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রাণিসম্পদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে এবং এর ফলে প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন তরান্বিত হবে।  | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | সেবারমান বৃদ্ধি করা হবে। | ২০২১ সালের মধ্যে সকল তথ্য, তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষিত হবে। |  |
|  | সকল প্রণীতব্য নীতিমালা ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও জনগণের মতামত গ্রহণxxx | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  | প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত সকল নীতিমালা, আইন ও বিধিমালা জনগণ সহজে জানতে পারবে। | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এ ধরণের কার্যক্রম অব্যহৃত রয়েছে। | সেবার মান উন্নয়ন করা হবে | সেবার মান উন্নয়ন করা হবে |  |
|  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নাগরিক সেবার তথ্য কাঠামো ওয়েবসাইটে প্রকাশXXX | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  | জনগণের সেবার প্রসেস ম্যাপ জানা থাকলে জনগণের সেবা গ্রহণের জটিলতা কমে যাবে। | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ জাতীয় তথ্য ওয়েবে প্রকাশ করে আসছে। | সেবার মান উন্নয়ন করা হবে | সেবার মান উন্নয়ন করা হবে |  |
|  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি চালুকরণ ও সকল উন্মুক্ত দরপত্র ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থাকরণXXX | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  |  প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে সকল ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আসবে এবং অশুভ দৌরাত্ব কমে যাবে। | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সেবার মান উন্নয়ন করা হবে। | সেবার মান উন্নয়ন করা হবে। |  |
|  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে সিসি ক্যমেরা স্হাপন, রিমোট সেন্সিং, জিআইএস ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতির ব্যবহারXXX | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল স্হাপনায় নিরাপত্তা জোরদার হবে। | ২০১৬ সালে এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে  | কাজ শেষ হবে   | ২০২১ সালে সমূদয় কাজ শেষ হবে। |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া ব্যবস্থার প্রবর্তন। | মেরিন ফিশারিজ একাডেমি | ষ্টুডেন্টদের একাডেমিতে ভর্তির জন্য বারবার যেতে হবেনা। কম ব্যয়ে কোন ভোগান্তি ছাড়াই ভর্তির সুযোগ পাবে।একাডেমিতে ক্যাডেট ভর্তি কার্যক্রম-এ এসএমএস পদ্ধতি চালু আছে। এতে জনগণ সহজভাবে একাডেমিতে ভর্তির কার্যাদি সম্পাদন করতে পারছে।  | চলমান | ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করা হবে।  | ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হবে।  |  |
|  | পরীক্ষার ফি অনলাইনে জমাদানের ব্যবস্থাকরণ???কি পরীক্ষ? | মেরিন ফিশারিজ একাডেমি | এতে কাজ সহজতর হবে। | কাজ শুরু করা হবে। | সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে। | সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে। |  |
|  | স্টুডেন্ট ডাটাবেজ প্রণয়ন ও ডাটাবেইজে স্টুডেন্টদের প্রবেশ নিশ্চিতকরণ। | মেরিন ফিশারিজ একাডেমি | একাডেমির কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ক্যাডেটদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং শৃঙ্খলা জনিত কার্যক্রম সহজতর হবে। ক্যাডেটরা অনলাইনে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সহজেই জানতে পারবে।এতে ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ এবং শৃঙ্খলা জনিত কার্যক্রম সহজতর হবে।  | কাজ শুরু করা হবে। | সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে। | সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে। |  |
|  | একাডেমিক ইনফরমেশন সিস্টেম সফটওয়্যার চালুকরণ। | মেরিন ফিশারিজ একাডেমি | বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন, কোর্স ফি ম্যানেজমেন্ট, রুটিন প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং রেজাল্ট প্রসেসিং এর জন্য ক্যাডেটদের একাডেমিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া সহজতর হবে।  | কাজ শুরু করা হবে। | সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে। | সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে। |  |
|  | একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ডাটাবেজ প্রণয়নের ব্যবস্থাকরণ। | মেরিন ফিশারিজ একাডেমি | একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হবে। জনগণ সহজে একডেমিতে কর্মরত জনবলের তথ্য জানতে পারবে।এতে জনগণ সহজে একডেমির কর্মরত জনবলের তথ্য জানতে পারবে।  | কাজ শুরু করা হবে। | সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে। | সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে। |  |
|  | একাডেমির গবেষণা কর্ম ব্যবস্থাপনার অটোমেশন। | মেরিন ফিশারিজ একাডেমি | গবেষণা কর্ম সিলেকশন ও পরিচালনা এবং ফলাফল উপস্থাপন সহজ হবে। জনগণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজেই একডেমির গবেষণা কাজ ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্বন্ধে জানতে পারবে।এতে জনগণ সহজে একডেমির গবেষণা কাজ ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্বন্ধে জানতে পারবে।  | কাজ শুরু করা হবে। | সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে। | সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে। |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | আগ্রহী মৎস্য চাষী ও উদ্যোক্তাদের মৎস্যচাষ বিষয়ক পরামর্শ প্রদানের জন্য কম্পিউটার ভিত্তিক ব্যবস্থা চালুকরণ।আগ্রহী মৎস্য চাষী ও উদ্যোক্তাদের মৎস্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | আগ্রহী মৎস্য চাষী ও উদ্যোক্তাগণ মৎস্যচাষ বিষয়ক তথ্য সহজে পাবে এবং জনগণ মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধ হবে।জনগণ মৎস্য চাষে উদ্ভূদ্ধ হবে | সদর দপ্তরসহ সকল কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র | সদর দপ্তরসহ সকল কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র | সদর দপ্তরসহ সকল কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র |  |
|  | মাছের জাত উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার অটোমেশন এবং উন্নীত/ উদ্ভাবিত জাতের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ।মাছের জাত উন্নয়ন | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | গবেষণা কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। উন্নীত/ উদ্ভাবিত নতুন নতুন মাছের জাত ও চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজেই জানতে পারবে। চাষীরা মাছ চাষে আগ্রহী হবে। ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে | উন্নয়নকৃত সকল মৎস্য জাতের ডাটাবেস তৈরী করা | উন্নয়নকৃতসকল মৎস্য জাতের ডাটাবেসতৈরী করা | উন্নয়নকৃতসকল মৎস্য জাতের ডাটাবেস তৈরী করা |  |
|  | মৎস্য চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন সংক্রান্ত ইলেক্ট্রনিক তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা এবং তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।মৎস্য চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | গবেষণা ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। উদ্ভাবিত মাছ চাষ প্রযুক্তি সম্পর্কে জনগণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজেই জানতে পারবে। চাষীরা মাছ চাষে আগ্রহী হবে। ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে |  |  | উদ্ভাবিত সকল মৎস্য চাষ প্রযুক্তির ডাটাবেস তৈরী করা |  |
|  | গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার অটোমেশন এবং উদ্ভাবিত মৎস্য খাদ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।গুণগত মানসম্পন্ন উৎপাদিত মৎস্য খাদ্যের ডাটাবেইজ স্থাপন। | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | গবেষণা কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। গুণগত মানসম্পন্ন উৎপাদিত মৎস্য খাদ্যের বিষয়ে জনগণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজেই জানতে পারবে। চাষীরা মাছ চাষে আগ্রহী হবে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।খাদ্য মান নিশ্চিত করা হলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে | মৎস্য খাদ্যের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা | মৎস্য খাদ্যের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা | মৎস্য খাদ্যের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা |  |
|  | মাছের রোগ সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার অটোমেশন এবং সনাক্তকৃত রোগ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ।মাছের রোগ সনাক্তকরণ | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | গবেষণা কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সনাক্তকৃত রোগ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে জনগণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজেই জানতে পারবে। চাষীরা মাছ উৎপাদনে আগ্রহী হবে।মাছের রোগ-বালাই দূর হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে | মাছের রোগ পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা | মাছের রোগ পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা | মাছের রোগ পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা |  |
|  | মাছের রোগ প্রতিরোধ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ। মাছের রোগ প্রতিরোধ প্রযুক্তি উদ্ভাবন | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | গবেষণা কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। মাছের রোগ প্রতিরোধে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে জনগণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজেই জানতে পারবে। চাষীরা মাছ উৎপাদনে আগ্রহী হবে।মাছের রোগ-বালাই দূর হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে | মাছের রোগ প্রতিরোধ প্রযুক্তির উপর পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা | মাছেররোগপ্রতিরোধপ্রযুক্তিরউপরপূর্ণাঙ্গডাটাবেসতৈরীকরা | মাছেররোগপ্রতিরোধপ্রযুক্তিরউপরপূর্ণাঙ্গডাটাবেসতৈরীকরা |  |
|  | মাছের রোগ প্রতিকার প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ।মাছের রোগ প্রতিকার প্রযুক্তি উদ্ভাবন | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | গবেষণা কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। মাছের রোগ প্রতিকারে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে জনগণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজেই জানতে পারবে। চাষীরা মাছ উৎপাদনে আগ্রহী হবে।মাছের রোগ-বালাই দূর হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে | মাছের রোগ প্রতিকার প্রযুক্তির উপর পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা | মাছের রোগ প্রতিকার প্রযুক্তির উপর পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেসতৈরী করা | মাছের রোগ প্রতিকার প্রযুক্তির উপর পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা |  |
|  | মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির অটোমেশন।মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ  | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | প্রশিক্ষণের জন্য মৎস্য চাষী সিলেকশন সহজ হবে। একই প্রযুক্তির প্রশিক্ষণে মৎস্য চাষীদের দৈততা পরিহার করা সম্ভব হবে।বেকারত্ব দূর হবে, জাতীয় অর্থনীতি সবল হবে, অধিকতর জলাশয় চাষের আওতায় আসবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে | মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর উপর একটি সফটওয়্যার তৈরী করা | মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর উপর একটি সফটওয়্যার তৈরী করা | মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর উপর একটি সফটওয়্যার তৈরী করা |  |
|  | গবেষণাধর্মী কর্মশালার আয়োজন সম্পর্কিত ডাটাবেইজ স্থাপন।গবেষণাধর্মী কর্মশালার আয়োজন | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | গবেষণা কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।বেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা পর্যালোচনা | সদর দপ্তর ও সকল কেন্দ্র | সদর দপ্তর ও সকল কেন্দ্র | সদর দপ্তর ও সকল কেন্দ্র |  |
|  | ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ??? | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | ইলিশ মাছ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে | ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী করা | ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী করা | ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী করা |  |
|  | মৎস্য খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ।মৎস্য খাদ্য পরীক্ষা | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | মৎস্য খাদ্যের মান সম্পর্কে চাষীরা সহজেই অবহিত হতে পারবে। গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য নির্বাচন ও ব্যবহার করা সম্ভব হবে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।মৎস্য খাদ্যের গুণগত মান রক্ষা হবে | মৎস্য খাদ্যের গুণগতমানের ফলাফলের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী করা | মৎস্য খাদ্যের গুণগত মানের ফলাফলের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী করা | মৎস্য খাদ্যের গুণগত মানের ফলাফলের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী করা |  |
|  | পানির গুণগত মান পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ।পানির গুণগত মান পরীক্ষা | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | পানির গুণগত মান সম্পর্কে চাষীরা সহজেই অবহিত হতে পারবে। পানির কারণে মৎস্য চাষে সম্ভাব্য ক্ষতি এড়াতে সক্ষম হবে। পানির গুণগত মান পরীক্ষা করে মাছচাষ উপযোগী পানি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে | পানির গুণগত মান পরীক্ষা করে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ডাটাবেজ তৈরী করা | পানির গুণগত মান পরীক্ষা করে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ডাটাবেজ তৈরী করা | পানির গুণগত মান পরীক্ষা করে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ডাটাবেজ তৈরী করা |  |
|  | হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম চালুকরণ।হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | অফিসের আভ্যন্তরীণ দাপ্তরিক কাজ সহজ হবে ?? | সদর দপ্তর ও স্বাদু পানি কেন্দ্রে স্থাপন | সদর দপ্তর ও স্বাদু পানি কেন্দ্রে স্থাপন | সদর দপ্তর ও স্বাদু পানি কেন্দ্রে স্থাপন | বিএআরসি নার্স ভুক্ত ৭টি প্রতিষ্ঠানের জন্য MIS প্রস্তুত করা হয়েছে। |
|  | রিসার্স ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম চালুকরণ।রিসার্স ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | অফিসের আভ্যন্তরীণ দাপ্তরিক কাজ সহজ হবে ?? | সদর দপ্তর ও স্বাদু পানি কেন্দ্রে স্থাপন | সদর দপ্তর ও স্বাদু পানি কেন্দ্রে স্থাপন | সদর দপ্তর ও স্বাদু পানি কেন্দ্রে স্থাপন | ক্রমিকনং : ৪এরঅনুরুপ |
|  | গবেষণালব্ধ ফলাফলের ইলেক্ট্রনিক ডাটা ব্যাংক স্থাপন ও হালনাগাদ সংরক্ষণ। | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট | ইনস্টিটিউট গবেষণালব্ধ ফলাফল সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার কাজে ব্যবহার সহজ হবে। | সদর দপ্তর ও স্বাদু পানি কেন্দ্রে স্থাপন | সদর দপ্তর ও স্বাদু পানি কেন্দ্রে স্থাপন | সদর দপ্তর ও স্বাদু পানি কেন্দ্রে স্থাপন | ক্রমিকনং : ৪এরঅনুরুপ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | আগ্রহী খামারি ও উদ্যোক্তাদের পশুপালন এবং রোগবালাই সম্পর্কে পরামর্শ প্রদানের জন্য কম্পিউটার ভিত্তিক ব্যবস্থা চালুকরণ।আগ্রহী খামারি ও উদ্যোক্তাদের পশুপালন এবং রোগবালাই সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট | আগ্রহী খামারীরা প্রাণিসম্পদ পালন এবং রোগ বালাই বিষয়ক তথ্য সহজে পাবে এবং প্রাণিসম্পদ পালনে উদ্বুদ্ধ হবে | সদর দপ্তরসহ সকল আঞ্চলিক কেন্দ্র | সদর দপ্তরসহ সকল আঞ্চলিক কেন্দ্র | সদর দপ্তরসহ সকল আঞ্চলিক কেন্দ্র |  |
|  | হাঁস, মুরগী ও গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার অটোমেশন এবং উন্নীত/ উদ্ভাবিত জাতের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ।হাঁস, মুরগী ও গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট | গবেষণা কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। উন্নীত/ উদ্ভাবিত হাঁস, মুরগী ও গবাদিপশুর জাত সম্পর্কে জনগণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজেই জানতে পারবে। খামারীরা আগ্রহী হবে। হাঁস, মুরগী ও গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।হাঁস, মুরগী ও গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে | উন্নয়নকৃত সকল হাঁস, মুরগী ও গবাদিপশুর জাতের ডাটাবেস তৈরীকরা | উন্নয়নকৃত সকল হাঁস, মুরগী ও গবাদিপশুর জাতের ডাটাবেস তৈরীকরা | উন্নয়ন কৃত সকল হাঁস, মুরগী ও গবাদিপশুর জাতের ডাটাবেস তৈরী করা |  |
|  | হাঁস, মুরগী ও গবাদিপ্রাণির জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন???এটা আগেই বিবেচনায় আনা হয়েছে | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট | হাঁস, মুরগী ও গবাদিপ্রাণির উৎপাদন বৃদ্ধিপাবে  |  |  | উদ্ভাবিত সকল প্রযুক্তির ডাটাবেস তৈরী করা |  |
|  | গুণগত মানসম্পন্ন প্রাণি খাদ্য উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার অটোমেশন এবং উদ্ভাবিত প্রাণি খাদ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।গুণগত মানসম্পন্ন প্রানী খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট | গবেষণা কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। গুণগত মানসম্পন্ন উৎপাদিত প্রাণি খাদ্যের বিষয়ে জনগণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজেই জানতে পারবে। প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।কম খরচে অধিক লাভজনক পূর্ণাঙ্গ প্রাণী খাদ্য প্রস্তুত সম্ভব হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে | প্রাণী খাদ্য বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা | প্রাণী খাদ্য বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা | প্রাণী খাদ্য বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা |  |
|  | আক্রান্ত হাঁস, মুরগী ও গবাদিপ্রাণির রোগে সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার অটোমেশন এবং সনাক্তকৃত রোগ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ।আক্রান্ত হাঁস, মুরগী ও গবাদিপ্রাণির নমুনা পরীক্ষণ | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট | আক্রান্ত হাঁস, মুরগী ও গবাদিপ্রাণির গবেষণা কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সনাক্তকৃত রোগ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে জনগণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজেই জানতে পারবে। খামারিরা হাঁস, মুরগী ও গবাদিপশু পালনে আগ্রহী হবে।রোগ নির্ণয় নির্ভুল ও দ্রুত সময়ে হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে | রোগ-বালাইএর পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা | রোগ-বালাই এর পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা | রোগ-বালাই এর পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা |  |
|  | হাঁস, মুরগী ও গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন রোগ-বালাই প্রতিরোধের জন্য ভ্যাক্সিন উদ্ভাবনে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ। হাঁস, মুরগী ও গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন রোগ-বালাই প্রতিরোধমূলক ভ্যাক্সিন উদ্ভাবন | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট | গবেষণা কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। হাঁস, মুরগী ও গবাদিপ্রাণির রোগ-বালাই প্রতিরোধে উদ্ভাবিত ভ্যাক্সিন সম্পর্কে জনগণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজেই জানতে পারবে। খামারিরা হাঁস, মুরগী ও গবাদিপ্রাণি পালনে আগ্রহী হবে।হাঁস, মুরগী ও গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন রোগ বালাইয়ের বিরুদ্ধে কার্যকর ভ্যাকসিনের ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে | হাঁস, মুরগী ও গবাদিপশুররোগ-বালাই রোগ-বালাই প্রতিরোধ প্রযুক্তির উপর পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা | হাঁস, মুরগী ও গবাদিপশুররোগ- রোগ-বালাই প্রতিরোধ প্রযুক্তির উপর পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা | হাঁস, মুরগী ও গবাদিপশুররোগ-বালাই রোগ-বালাই প্রতিরোধ প্রযুক্তির উপর পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরী করা |  |
|  | উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমুহের উপর খামারি/ উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতির অটোমেশন।উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমুহের উপর খামারি/ উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট | প্রশিক্ষণের জন্য খামারি/উদ্যোক্তা সিলেকশন সহজ হবে। একই প্রযুক্তির প্রশিক্ষণে খামারিদের দৈততা পরিহার করা সম্ভব হবে। আগ্রহী খামারী/উদ্যোক্তাগণ প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্যসমূহ দ্রুত ও সহজ উপায়ে লাভ করবে এবং দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। | বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট ডাটাবেস তৈরী করা  | বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট ডাটাবেস তৈরী করা | বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট ডাটাবেস তৈরী করা |  |
|  | গবেষণাধর্মী কর্মশালার আয়োজন সম্পর্কিত ডাটাবেইজ স্থাপন।গবেষণাধর্মী কর্মশালার আয়োজন | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট | গবেষণা কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।বার্ষিক গবেষণা মূল্যায়ন কর্মশালার আয়োজন, অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও ফলাফল উপস্থাপন সহজ হবে | বার্ষিক গবেষণা মূল্যায়ন কর্মশালার আয়োজন, অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও ফলাফল উপস্থাপন  | বার্ষিক গবেষণা মূল্যায়ন কর্মশালার আয়োজন, অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও ফলাফল উপস্থাপন  | বার্ষিক গবেষণা মূল্যায়ন কর্মশালার আয়োজন, অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও ফলাফল উপস্থাপন  |  |
|  | প্রাণী খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ।প্রাণী খাদ্যের নমুনা পরীক্ষণ | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট | প্রাণী খাদ্যের মান সম্পর্কে খামারিরা সহজেই অবহিত হতে পারবে। গুণগত মানসম্পন্ন প্রাণী খাদ্য নির্বাচন ও ব্যবহার করা সম্ভব হবে। প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।প্রাণী খাদ্যের গুণগত মান রক্ষা হবে | প্রাণী খাদ্যের গুণগত মানের ফলাফলের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী করে অনলাইনে প্রকাশ করা | প্রাণী খাদ্যের গুণগত মানের ফলাফলের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী করে অনলাইনে প্রকাশ করা | প্রাণী খাদ্যের গুণগত মানের ফলাফলের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী করে অনলাইনে প্রকাশ করা |  |
|  | খামারি/উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণের জন্য উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং/বীজ এর ডাটাবেইজ স্থাপন।খামারি/উদ্যোক্তাদের মাঝে উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং/বীজ বিতরণ | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট | উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং/ বীজের গুণাগুণ ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে খামারিগণ সহজেই জানতে পারবে এবং ঘাস চাষে আগ্রহী হবে। প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। | উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ঘাসের ডাটাবেজ তৈরী করা হবে। | সেবা প্রাপ্ত খামারি/উদ্যোক্তাদের ডাটাবেজ তৈরী করা হবে | সেবা প্রাপ্ত খামারি/উদ্যোক্তাদের ডাটাবেজ তৈরী করা হবে করা |  |
|  | হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট | অফিসের আভ্যন্তরীণ দাপ্তরিক কাজ সহজ হবে | সদর দপ্তরে চালুকরণ | সদর দপ্তরে চালুকরণ | সদর দপ্তরে চালুকরণ |  (বিএআরসি) নার্সভুক্ত ৭টি প্রতিষ্ঠানের জন্য Management Information System  |
|  | রিসার্স ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট | অফিসের আভ্যন্তরীণ দাপ্তরিক কাজ সহজ হবে | সদর দপ্তরে চালুকরণ | সদর দপ্তরে চালুকরণ | সদর দপ্তরে চালুকরণ | ক্রমিক নং ১৭ এর অনুরুপ |
|  | গবেষণালব্ধ ফলাফলের ইলেক্ট্রনিক ডাটা ব্যাংক স্থাপন ও হালনাগাদ সংরক্ষণ।ডাটাব্যাংক | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট | ইনস্টিটিউটের গবেষণা লব্ধ ফলাফল সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণা কাজে ব্যবহার সহজ হবে। | সকল গবেষণা লব্ধ ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ  | সকল গবেষণা লব্ধ ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ | সকল গবেষণা লব্ধ ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ক্রমিক নং ১৭ এর অনুরুপ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ভেটেরিনারিয়ানদের জন্য ডাটাবেজ প্রণয়ন ও হালনাগাদ সংরক্ষণ। | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল | ভেটেরিনারিয়ানদের দক্ষতা উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হবে। দক্ষ ভেটেরিনারিয়ানদের উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে।এই ডাটাবেজে মোবাইল ও ই-মেইল সহ ভেটেরিনারিয়ানদের যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে। |  | হালনাগাদকরণ চলবে। | হালনাগাকরণ চলবে । | ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে। |
|  | ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সকল প্রকার আবেদন গ্রহণ ও অগ্রগতি অবহিত করণ??? এটা একবার লেখা হয়েছে  | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল | তাৎক্ষনিক নাগরিক সেবা প্রদান সম্ভব হবে। | - | কার্যক্রম চালু করা হবে। | সেবার মান আরও বৃদ্ধি করা । |  |
|  | ভেটেরিনারিয়ানদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রদানের ব্যবস্থাকরণ | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল | কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং সময় ও খরচ কমবে।  | - | কার্যক্রম চালু করা হবে। | সেবার মান আরও বৃদ্ধি করা । |  |
|  | অনলাইনে ভেটেরিনারিয়ানদের অতিরিক্ত যোগ্যতা অন্তর্ভূক্তকরণ | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল | কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং সময় ও খরচ কমবে।  | - | কার্যক্রম চালু করা হবে। | সেবার মান আরও বৃদ্ধি করা । |  |
|  | অনলাইনে ভেটেরিনারিয়ানদের প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের ব্যবস্থাকরণ। | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল | কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং সময় ও খরচ কমবে। | বর্তমানে চালু আছে। | - | - | - |
|  | অনলাইনে ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশা সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান??? হেল্প ডেস্ক স্থাপন করে পরামর্শ দেয়া যায় কিন্তু এটি একবার লেখা হয়েছে।  | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল | কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং সময়ের অপচয় হবে না। | বর্তমানে চালু আছে। | - | - | - |
|  | অনলাইনে ভেটেরিনারি বিষয়ক শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল | স্বল্প ব্যয় ও সময়ে সেবা প্রদান সম্ভব হবে। অফিসের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। | - |  | সেবার মান আরো উন্নত করা । | - |
|  | ভেটেরিনারি শিক্ষার কোর্স-ক্যারিকুলাম প্রণয়ন??? | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল | স্বল্প ব্যয় ও সময়ে সেবা প্রদান সম্ভব হবে। | - |  | সেবার মান আরো উন্নত করা । | - |
|  | ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার আদর্শমান প্রণয়ন??? | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল | স্বল্প ব্যয় ও সময়ে সেবা প্রদান সম্ভব হবে। | - |  | সেবার মান আরো উন্নত করা । | - |
|  | কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ।??? এটা আগেই লেখা হয়েছে। | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল | - | - |  | সেবার মান আরো উন্নত করা । | - |
|  | সকল প্রকার সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে (মোবাইল ব্যাংকিং, এটিএম ইত্যাদি ) ফি পরিশোধের ব্যবস্থাকরণ??? | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল | অর্থ ও সময়ের অপচয় হবে না এবং আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। | - | কার্যক্রম চালু করা হবে। | সেবার মান আরও বৃদ্ধি করা হবে । | - |
|  | ভেটেরিনারি শিক্ষায় আইসিটি এর ব্যবহার অন্তর্ভূক্তকরণ??? শিক্ষা ও  | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল | প্রাণি চিকিৎসায় আধুনিকায়ন হবে ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। | - | কার্যক্রম চালু করা হবে।  | - | - |
|  | বিশেষায়িত প্রাণি চিকিৎসকদের ডাটাবেজ প্রণয়ন | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল | সুফল ভোগীরা চাহিদা মোতাবেক প্রাণি চিকিৎসকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। সেবার মান বাড়বে এবং সেবা ত্বরান্বিত হবে। | - | কার্যক্রম চালু করা হবে।  | হালনাগাদকরণ অব্যাহত থাকবে। | - |
|  | প্রতিটি উপজেলা প্রাণী হাসপাতাল ও ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে ডিজিটাল লিংকেজ তৈরী করা।??? | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল | যে কোন তথ্য আদান-প্রদন, মতামত গ্রহন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর সহজ হবে। | - | - | চালু করা হবে। |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | বিএফডিসি’র সকল কেন্দ্রের কার্যক্রম যেমন মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, বরফ উৎপাদন, মৎস্য অবতরণ, মেরিণ ওয়ার্কশপ ও ডকইয়ার্ড, ঢাকা শহরে ভ্রাম্যমান মাছ বিক্রি ইত্যাদি ছবিসহ ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা। ???ওয়েবসাইট সংক্রান্ত | বিএফডিসি | ভোক্তাগণ সহজে তাদের সুবিধা পেতে পারেন। সময়ের অবচয় রোধ ও আর্থিকভাবে লাভবান হবে। | . | . | ∙ |  |
|  | মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের মৎস্য অবতরণ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ এবং নিয়মিত ওয়েব সাইটে প্রকাশ। বিএফডিসি’র প্রত্যেক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের প্রতিদিনের মৎস্য অবতরণের হিসাব নিয়মিত ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা।  | বিএফডিসি | এতে মৎস্য ব্যবসায়ীগন সুষ্ঠুভাবে মাছ বাজারজাত করতে পারবেন এবং সুধারণত জনগণ তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারবে ও মাছের বাজার মুল্য স্থিতিশীলতা থাকবে। | ∙ | ∙ | ∙ |  |
|  | বিএফডিসি’র প্রতিটি কেন্দ্রের বরফ উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনার অটোমেশন ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিত ওয়েব সাইটে প্রকাশ।বিএফডিসি’র প্রতিটি কেন্দ্রের প্রতিদিনের বরফ, উৎপাদনের পরিমান নিয়মিত ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা । | বিএফডিসি | মৎস্য ব্যবসায়ীগণ বরফের উৎপাদন ও সরবরাহ সম্পর্কে তথ্য সহজেই জানতে পারবে এবং চাহিদামত বরফ সংগ্রহ করতে পারবে। এতে সময় ও ব্যয় হ্রাস পাবে। বরফ উৎপাদনের সঠিক পরিকল্পনা তৈরী করা সম্ভব হবে।বরফ উৎপাদনে সঠিক পরিকল্পনাএতে মৎস্য ব্যবসায়ীগণ তাদের চাহিদামত বরফ সংগ্রহ করতে পারবেন। | ∙ | ∙ | ∙ |  |
|  | বিএফডিসি’র মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় মৎস্য রপ্তানী কারকদের মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সেবা প্রদানের ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালুকরণ। বিএফডিসি’র প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় মৎস্য রপ্তানী কারকদের মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সেবা নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রতিটি কেন্দ্রের প্রতিদিনের বরফ, উৎপাদনের পরিমান নিয়মিত ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা । | বিএফডিসি | মৎস্য প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। মৎস্য রপ্তানীকারকগণ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় তথ্য সহজেই জানতে পারবে। সময় ও ব্যয় হ্রাস পাবে। প্রক্রিয়াকরণ কাজে স্বচ্ছতা আসবে।এতে সেবা গ্রহীতা/মৎস্য রপ্তানীকারকগণ সহজে কম খরচে তাদের মাছ রপ্তানী করে বেশী মুনাফা অর্জন করতে পারবেন। | ∙ | ∙ | ∙ |  |
|  | বিএফডিসি’র মেরিন ওয়ার্কশপ ও ডক ইয়ার্ডে জাহাজ মেরামত সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের ব্যবস্থাপনার অটোমেশন। বিএফডিসি’র মেরিন ওয়ার্কশপ ও ডক ইয়ার্ডে জাহাজ মেরামত সংক্রান্ত কাজ এবং কাজের রেট নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ। | বিএফডিসি | জাহাজ মেরামত কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। জাহাজ মালিকগণ জাহাজ মেরামত কাজের যাবতীয় খরচের হিসাব সহজেই জানতে পারবে। মেরামত কাজে স্বচ্ছতা আসবে। এতে জাহাজ মালিকগণ কম খরচে এবং স্বল্প সময়ে তাদের জাহাজ, ব্যক্তি, পন্টুন, কার্গো মেরামত করতে পারবেন। | ∙ | ∙ | ∙ |  |
|  | কাপ্তাই লেকে বিলুপ্ত প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রচলন। কাপ্তাই লেকে বিলুপ্ত প্রজাতির মাছ সংরক্ষণসহ সকল প্রকার মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে তৈরীকৃত অভয়াশ্রম এর অবস্থান, উপকারীতা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে প্রদর্শন করা। | বিএফডিসি | মাছের অভয়াশ্রমের তদারকি ও এর প্রভাব নিরুপণ করা সহজ হবে। বিলুপ্ত প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আসবে।এতে বিলুপ্ত প্রজাতির মাছ সংরক্ষিত সহ সকল প্রকার মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাবে। এতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পেয়ে দেশের জনগণের পুষ্টির যোগান হবে। | ∙ | ∙ | ∙ |  |
|  | প্রজনন মৌসুমে কাপ্তাই লেকের মাছ ধরা খন্ডকালীন সময়ে জন সচনেতা বৃদ্ধির জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ঘাট বাজারে প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে জনগণকে জানানোর ব্যবস্থা করা???ওয়েবসাইট সংক্রান্ত | বিএফডিসি | এতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের জনগণের পুষ্টির যোগান বাড়বে ও আর্থিক স্বচ্ছতা বাড়বে। | ∙ | ∙ | ∙ |  |
|  | ঢাকা শহরে গুণগত মানসম্পন্ন মাছ সূলভ মূল্যে ভ্রাম্যমান বিক্রির কার্যক্রমের অনলাইন ভিত্তিক ব্যবস্থার প্রচলন।ঢাকা শহরে সূলভ মূল্যে গুণগতমাণ সম্পন্ন মাছ ভ্রাম্যমান বিক্রি কার্যক্রম মাছের প্রজাতি ভিত্তিক দর সহ প্রতদিন ওয়েব-সাইটে প্রকাশ করা। | বিএফডিসি | শহরবাসী মাছের দাম, মাছের প্রকার, প্রাপ্তিস্থান, ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজেই জানতে পারবে। মাছ বিক্রির কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে।এতে শহরবাসী গুণগত মাণ সম্পন্ন মাছ কম মূল্যে তাদের দোড় গোড়ায় পাবেন এবং সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে। | ∙ | ∙ | ∙ |  |